**আইইবি'র ৫৪তম কনভেনশন উদ্বোধন অধিবেশন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চট্টগ্রাম, শনিবার, ১৩ মাঘ ১৪১৯, ২৬ জানুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট

উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৪তম কনভেনশনে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি দেশের কীর্তিমান প্রকৌশলী এম এ জব্বার, ড. প্রকৌশলী এম.এ. রশীদ, ড. এফ আর খান, ড. জহুরুল ইসলামসহ আরও অনেককে। যাঁরা নিজেদের মেধা, যোগ্যতা আর সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষা এবং পেশাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউিশন আমার অন্যতম প্রিয় প্রতিষ্ঠান। আপনাদের ডাকে সব সময়ই আমি সাড়া দেই। আইইবি'র উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছি।

ঢাকায় আইইবি'র জন্য রমনায় ১০ বিঘা জায়গা আমিই দিয়েছিলাম। আইইবি ভবন শুরুর প্রথম পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা এবং এবার ২য় পর্যায়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ২৩ কোটি দিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য ৭২ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে দিয়েছি। এর ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের জন্য এবার প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। আইইবি প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য এলজিইডির মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বাচলে আইইবি'র জন্য ২ বিঘা জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের জন্য প্রায় ১ বিঘা জমি বরাদ্দ করেছি। তৎকালীন বিআইটিগুলোর জন্য ৪৭০ কোটি টাকা প্রদান করি। যেগুলো পরবর্তীতে প্রকৌশল বিশ্বদ্যিালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমরা চাই, ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশ হবে আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর এ জন্য যে ভিশন ২০২১ আমরা বাস্তবায়ন করছি, তার অগ্রণী সৈনিক হচ্ছেন আপনারা প্রযুক্তিবিদগণ। প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়।

দেশের রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানা সবকিছুর নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব আপনাদের। জ্বালানি আহরণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের মত সকল কাজ আপনারাই সম্পাদন করে থাকেন। এসবের গুণগতমান বজায় রাখার দায়িত্বও আপনাদের।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের সময় দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৭০০ মেগাওয়াট। পাঁচ বছরে আমরা তা ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি।

এবার দায়িত্ব পেয়ে দেখলাম বিদ্যুতের উৎপাদন কমে ৩২০০ মেগাওয়াট হয়েছে। আমরা অতি দ্রুত, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেই। চার বছরে ৩৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। এখন দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াট। আমাদের হাতে যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, তাতে ২০১৬ সালের মধ্যে আরও ৫০৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হবে।

আমাদের উন্নয়ন ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ খরচ হয় নদী ভাঙন ঠেকাতে। নদী ভাঙনে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্ত্তহারা হয়ে পড়ে। আপনাদের এ বিষয়ে কার্যকর গবেষণা করে এর স্থায়ী সমাধান বের করার আহবান জানাচ্ছি।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের কারণে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে।

আমাদের রয়েছে বিশ্বমানের প্রকৌশল শিক্ষা। রয়েছে বিশ্বমানের প্রকৌশলী। আমাদের দেশের অনেক প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন।

আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? আসুন আরেকবার ১৯৭১-এর মত দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার জনবান্ধব সরকার। আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করি। বিগত চার বছরে আমরা কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছি। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করেছি। মাত্র ১০ টাকা দিয়ে কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছি।

কাজের বিনিময়ে টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা চালু করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরের বছর থেকে উত্তরাঞ্চল থেকে মঙ্গা নামক শব্দটি বিলুপ্ত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বিশ্বমন্দা অনেক উন্নত দেশের প্রবৃদ্ধি থেমে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইনশাআল্লাহ অব্যাহত রয়েছে। আমাদের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। রেমিটেন্স ১৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছি। এজন্য বিশেষ প্যাকেজ ছাড়াও কৃষি, শিল্প ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করা হয়েছে। কৃষিখাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমার বিশ্বাস আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা যে কোন সমস্যা  মোকাবেলা করতে পারব।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে চার বছরে আমরা আমূল পরিবর্তন এনেছি। ইতোমধ্যে সুলতানা কামাল সেতু, শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু, বরিশালে শহীদ সেরনিয়াবত সেতু এবং রংপুরে তিস্তা সেতুসহ অনেক ছোট-বড় সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে ঢাকা বাইপাস সড়ক।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সম্প্রতি বনানী ওভার পাস এবং হাতিরঝিল প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল প্রকল্প প্রমাণ করে আমাদের প্রকৌশলীগণ মেধা ও মননে কোন অংশে কম নন।

আগামী মার্চের মধ্যে ঢাকায় মিরপুর-এয়ারপোর্ট, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়িসহ আরও কয়েকটি উড়াল সেতু চালু হবে। বন্দর নগরীর বহদ্দার হাট উড়াল সেতুর নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে। জাপানের সহযোগিতায় মেট্টোরেল প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে মাওয়া পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ের কাজ চলছে।

 ঢাকা-চট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহসহ আরও কয়েকটি মহাসড়ককে চার লেইনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের হারানো ভাবমূর্তি আমরা পুনরুদ্ধার করেছি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২০১১ সালের অধিবেশনে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল'' উত্থাপন করি। গত মাসে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেছে। ২০১১ সালে আমাদের উত্থাপিত ‘‘শান্তির সংস্কৃতি'' প্রস্তাবটিও এবার পাশ হয়েছে। আমার কন্যা সায়মা হোসেন পুতুলের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী ‘‘অটিজম সচেতনতা'' সৃষ্টির লক্ষ্যে আরেকটি প্রস্তাব গত বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করি। সেটিও গত মাসে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের জন্য এক বিরল সম্মান।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজারের যুগে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য প্রকৌশল নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। তাই বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের প্রকৌশলী ও প্রকৌশল শিক্ষাকেও বিশ্বমানের করতে হবে। প্রকৌশল পেশা ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং এগিয়ে নিতে আমার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্ত্তত।

আপনারা প্রকৌশলীরা আপনাদের মেধা, মনন আর সৃজনশীলতা দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নির্ভয়ে কাজ করুন- সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে।

আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা সবাই এক সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। সবাইকে এ আহবান জানিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৪তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।